সংবাদ

তারিখ 20 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রশ্ন ফাঁসের কারণ জানা যথেষ্ট নয় রোধ করাই আসল কাজ

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা এবার প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত নেমে এসেছে। প্রথম শ্রেণী এবং চতুর্থ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় নাটোরের ১২৩টি প্রাইমারি স্কুলের সবক'টিতে অঙ্ক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। প্রমাণিত হলো, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার একেবারে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এ বাস্তবতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, 'প্রশ্ন ফাঁস যুগ যুগ ধরে হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বেকায়দায় ফেলতে প্রশ্ন ফাঁস করে তা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এর দায়ভার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একার নয়, সামাজিক অবক্ষয়ও এর প্রধান কারণ।'

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথায় তিনটি বক্তব্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত, তিনি 'একার দায় নয়' বলে বিলম্বে হলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'আংশিক' দায় স্বীকার করে নিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, প্রশ্ন ফাঁস এবং তা ছড়িয়ে দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অকার্যকর প্রমাণ করার একটি ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন। কিন্তু কারা এ ষড়যন্ত্র করছে, কাদের দ্বারা করানো হচ্ছে, পেছন থেকে কারা কলকাঠি নাড়ছে সে বিষয়ে কিছু বলেননি। প্রশ্ন ফাঁস যারা করছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি বা তার মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা নিয়েছে এবং প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করার জন্যই বা কী ব্যবস্থা নিয়েছে সে বিষয়ে তার বক্তব্যে কিছুই উল্লেখ করেননি। তৃতীয়ত, প্রশ্ন ফাঁসের প্রধান কারণ হিসেবে সামাজিক অবক্ষয়কে দায়ী করেছেন।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হওয়া গেল না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, তার মন্ত্রণালয়ের দায় তিনি অনেকটাই 'সামাজিক অবক্ষয়ের' ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায় লঘু করার চেষ্টা করেছেন। শুরু থেকেই যদি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করত, চেষ্টা করত প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্রের স্বরূপ উদ্ঘাটনে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হতো তাহলে 'সামাজিক অবক্ষয়ের' ওপর তিনি যে দায় চাপিয়েছেন সেটা মেনে নেয়া সম্ভব হতো।

কিন্তু প্রশ্ন ফাঁসের শুরুতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে আমরা শুধু অস্বীকৃতি পেয়েছি। যখনই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা হয়েছে তখনই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। ফাঁস হওয়া প্রশ্নে পরীক্ষা পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অস্বীকার প্রশ্ন ফাঁসকারীদের উৎসাহিত করেছে, সাহস জুগিয়েছে এবং 'প্রশ্ন ফাঁস' বিস্তৃত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষা থেকে প্রাইমারি স্তর পর্যন্ত নেমে এসেছে প্রশ্ন ফাঁস। এটা ঠিক, সামাজিক অবক্ষয় হয়েছে বলে শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয়, শিক্ষক এবং অভিভাবকরাও প্রশ্ন ফাঁসের সুবিধা গ্রহণে দৌড়াচ্ছে। প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি 'ব্যবসায়' পরিণত হয়েছে। কিন্তু এটা রোধ করার প্রাথমিক দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের, সেটা প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি অস্বীকার করার মধ্যে অর্জন করা সম্ভব নয়, প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করার চেষ্টার দ্বারাই সম্ভব।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেছেন, 'সরকারকে বিপদে ফেলতে পাবলিক পরীক্ষার দিন সকালে শিক্ষকরা প্রশ্ন পেয়েই ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা ফাঁস করে দিচ্ছেন।' শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য যদি সঠিক হয়, তবে মন্ত্রণালয়কে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ করার ক্ষেত্রে উদ্যোগহীনই বলতে হবে। কারণ প্রশ্ন 'ফেসবুকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে' ফাঁস করা হলে তার উৎস বের করে দায়ীদের শনাক্ত করা আজকের আইটির যুগে একেবারেই সহজ এবং সম্ভব একটি কাজ। অথচ মুখে বললেও এ অতি সহজ কাজটাই মন্ত্রণালয় করেনি। ফেসবুক থেকে সহজেই প্রশ্ন ফাঁসকারী শিক্ষককে শনাক্ত করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া কোন কঠিন কাজ নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিটিআরসির সাহায্য নিয়ে সহজেই এ কাজটি করতে পারে। কিন্তু সেটা করেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সুতরাং উদ্যোগহীনতার দায় মন্ত্রণালয় যে অন্যত্র চাপিয়ে দিচ্ছে তা গ্রহণযোগ্য নয়। মন্ত্রণালয়কেই প্রশ্ন ফাঁসের শেকড় উদ্ঘাটন করতে হবে এবং প্রশ্ন ফাঁসকারীদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী আমাদের কারণ জানিয়েছেন, কিন্তু কারণটা জানার চেয়ে প্রশ্ন ফাঁস চক্রটিকে নির্মূল করা দেশ ও জাতির কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।